প্রথম আলো

তারিখ 17 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত, এবারও ভর্তি পরীক্ষা হবে না

কলেজগুলোতে জিপিএ-৫-এর কম পাওয়া ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে

বোরহানুল হক সম্রাট

কলেজগুলোয় এবারও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা হবে না। এ ছাড়া দেশের নামীদামি কলেজগুলোয় ২০ শতাংশ আসনে জিপিএ-৫-এর নিচে সর্বনিম্ন ৪.৭৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদেরও ভর্তি করতে হবে।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে এ বছরের কলেজগুলোর ভর্তিসংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, 'জিপিএ-৪.৭৫ পেয়েছে এমন শিক্ষার্থীও যথেষ্ট মেধাবী। সে কেন ভর্তির সুযোগ পাবে না।'

নীতিমালায় ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে কলেজগুলোয় প্রথম বর্ষের ক্লাস আগামী ৩০ আগস্টের মধ্যে শুরু করতে হবে। আর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে ২৫ আগস্টের মধ্যে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে এ জন্য আগামী এক মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্র প্রদানের জন্য শিক্ষামন্ত্রী

এরপর পৃষ্ঠা ১৩

ভর্তি পরীক্ষা হবে না।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ডগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন। বৈঠক সূত্র জানায়, প্রতিটি কলেজকেই ভর্তির ক্ষেত্রে তার সর্বনিম্ন পয়েন্ট নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, এবার ১৫ হাজার ৬৩১ জন জিপিএ-৫ পাওয়ায় অনেক কলেজ শুধু সর্বোচ্চ গ্রেড থেকেই ভর্তি শেষ করতে পারবে। ঢাকার শীর্ষ দশটি কলেজে সর্বমোট ৯ হাজার আসন রয়েছে। এ অবস্থায় জিপিএ-৫-এর থেকে কিছু কম পয়েন্ট পাওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকবে না। এ কারণেই ঢাকার নামীদামি কলেজগুলোসহ সব কলেজকে তাদের মোট আসনের শতকরা ২০ ভাগ আসনে সর্বনিম্ন ৪.৭৫ প্রাপ্তদের নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই ২০ ভাগ আসনে ছাত্রী, উপজাতীয়, গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের সন্তানদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভর্তি করতে হবে। একজন কর্মকর্তা এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে প্রথম আলোকে জানান, সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের কোটায় যে অন্য কিছু হবে না তার নিশ্চয়তা কী? তবে উপস্থিত অনেকেই এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে অতিরিক্ত সচিব মুহাঃ আসহাবুর রহমান, বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জিপিএ-৫-এর পরে গণিত ও উচ্চতর গণিতে এ গ্রেডপ্রাপ্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর সর্বাধিক বিষয়ে এ গ্রেডের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

নীতিমালায় প্রতিষ্ঠান প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বা কর্মচারীর স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ ছাড়া কোনো রকম ফি আদায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ১০ টাকা এবং ভর্তি পরিচালনা ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত ৪০ টাকা নেওয়া যাবে। এ ছাড়া ভর্তির সময় রেজিস্ট্রেশন ফি ৩০ টাকা, খেলাধুলা ফি ২৫ টাকা, রোভার/গার্লস গাইড ফি ১০ টাকা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ৭ টাকা, বাৎসরিক ক্রীড়া মঞ্জুরি ফি (প্রতি কলেজ) ১৫০ টাকা এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি ২৫ টাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তবে প্রযোজ্য হলে পাঠবিরতি ফি ২০০ টাকা, বিলম্ব ভর্তি ফি ৫০ টাকা ও বিলম্ব রেজিস্ট্রেশন ফি ৩০ টাকা দিতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে না। এ ছাড়া কলেজের এক শাখায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে না।